দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 OCT 2008
পৃষ্ঠা - 4 - কলাম 1

দেশে অনুমোদনহীন শিক্ষা চলিতে পারে না

দেশে অবৈধ ও অননুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কাম্য নয়। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে শুরু করিয়া উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র বাণিজ্যিক প্রবণতা মহামারির ন্যায় অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে অভিভাবকদের পকেট কাটা গেলেও দেশে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার মান অর্জিত হইতেছে না। ইদানিং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া ব্যবসায়িক তৎপরতা রমরমা হইয়া উঠিয়াছে। শহর-নগরের বিভিন্ন মোড় ও গলিতে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের চটকদার বিজ্ঞাপনী পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন প্রভৃতিতে সয়লাব হইয়া গিয়াছে। ছাত্র ভর্তির প্রতিযোগিতায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও ঘুম হারাম হইয়াছে। তাহারা বাণিজ্যিক বিদ্যার পসরা সাজাইয়া বসিয়া পড়িয়াছে গ্রামগঞ্জেও। এই উদ্দেশ্যেই ১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩২টি অবৈধ শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। এভাবে কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি শাখার নামে যে অবিশ্বাস্য ও ভয়াবহ কান্ডকীর্তি চালিয়া আসিতেছে উহা এক কথায় আত্মবিনাশী ও উদ্বেগজনক। এই বৎসর এইচএসসি পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ-৫ লাভ বা মোটামুটি ভালভাবে পাস করায় তাহাদের পুঁজি করিয়াই এই অনৈতিক বাণিজ্য প্রবণতা সম্প্রসারিত হইয়েছে। ইহাতে অনেকেই হইতেছে প্রতারণার শিকার। উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না থাকায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা দিন দিন হতাশায় নিমজ্জিত হইতেছে। এ ব্যাপারে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিতে পারে না।

সম্প্রতি 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ সতর্কীকরণ গণবিজ্ঞপ্তি' জারি করিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, অবৈধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত সনদ বা সার্টিফিকেটের বৈধতা সম্পর্কে ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে কেহ দেশী-বিদেশী অবৈধ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা কোন কোর্সে ভর্তি হইয়া প্রতারিত হইলে সরকার তাহার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না। আজকাল জেলা-উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়েও কুটির শিল্পের ন্যায় আরআরসি, স্টাডি সেন্টার, কোচিং সেন্টার, দূরশিক্ষা কেন্দ্র, ভর্তি কেন্দ্র, তথ্যকেন্দ্র প্রভৃতি নামে-বেনামে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন আউটার ক্যাম্পাস গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা মুনাফালোভী চরম ব্যবসায়ীদের স্বার্থের অনুকূল হইলেও উচ্চশিক্ষার যে মোটেই সহায়ক নয় তাহা বলাই বাহুল্য। যেদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কোন্ বিবেচনার ভিত্তিতে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রমের অনুমোদন দিয়াছিল তাহাও আজ অনেকের নিকট বোধগম্য নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটিকে কোনভাবেই শিক্ষার সওদাগরদের প্রভাব বলয়ে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। ভুয়া ও খন্ডকালীন শিক্ষক দ্বারা কোন সংকীর্ণ স্থানে সত্যিকার ও উদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে না। বর্তমানে আইনের আওতায় ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। এসব বিশ্ববিদ্যলয়ের মধ্যে ৪১টির সাময়িক সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং মাত্র ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রহিয়াছে নিজস্ব ক্যাম্পাস। ইহাতে বোঝা যায়, অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রবর্তনে তেমন আগ্রহী নয়। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে যে সব প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দাবি পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, কেবল তাহাদেরই চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেওয়া উচিত।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী সরকার আইন অমান্য করায় ১৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হইয়াছে। যাহারা আইন মানিয়া চলিবেন তাহাদের ব্যাপারে আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে বৈধ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা শীঘ্রই প্রকাশ করিবে। ইহাতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কোথায় ভর্তি হইতে হইবে এ ব্যাপারে জনগণের সন্দেহ ও উদ্বেগ দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে যাহারা আসন স্বল্পতার জন্যে কোথাও ভর্তি হইতে পারিবে না তাহাদের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ দেশে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণেও সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে ব্যাপক উদ্যোগ। আমাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর ও জেলায় অনেক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এসব প্রতিষ্ঠানের রহিয়াছে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা। দেখা যায়, দশটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়াও ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ কিংবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসের সমতুল্য হইবে না। এ ধরনের শত শত বড় ক্যাম্পাসের অধিকারী ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যদি পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা যায়, তবে উচ্চশিক্ষার সংকট দূর হইতে পারে। যাহাতে সরকারের শিক্ষা বাজেটে চাপ বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য প্রয়োজনে শর্তসাপেক্ষে বেসরকারি উদ্যোগ কিংবা বিকল্প ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা যাইতে পারে। যেহেতু আমাদের জনসংখ্যা অত্যধিক, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার মান নির্ণয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে। আজ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে। এ যাবৎ কতগুলি কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সুনির্দিষ্ট কোন হিসাব নাই। আমরা চাই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই অন্তত প্রাথমিক অনুমোদনের আওতায় আনা হউক। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন যাচ্ছেতাই সিলেবাস প্রণয়ন করিয়া নিজের খেয়াল-খুশিমত পরিচালনা না করিতে পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতে হইবে। শিক্ষার সার্বজনীন উদ্দেশ্য তথা সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্যই ইহা অপরিহার্য। কেহ শিক্ষার নামে যেন প্রতারণা না করিতে পারে তাহা তদারকির দায়িত্ব সরকারকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট জনবলও বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়িবে। সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভাজন সৃষ্টির যে নানা পায়তারা দীর্ঘদিন ধরিয়া অব্যাহত আছে তাহা বন্ধ করিয়া একক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করিতে হইবে। জাতীয় সংহতি রক্ষা ও অগ্রগতিতে ইহার আর কোন বিকল্প নাই।